শিক্ষকের শাস্তি, প্রকাশ্যে ছাত্রলীগের অভিযুক্তরা

চবিতে যৌন হয়রানি

বিজয়া ভট্টাচার্য্য, চবি
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১২:০০ এএম

যৌন হয়রানির ঘটনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সম্প্রতি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মতিনকে চাকরি থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক শিক্ষক ও ছাত্রের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পর শেষ পর্যন্ত একজন শিক্ষক এই শাস্তির মুখে পড়েন। যদিও বিগত কয়েক বছর ধরে ছাত্রলীগের কয়েক কর্মীর বিরুদ্ধে আসা টানা যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার পরও তাদের কেউ শাস্তি পাননি। অভিযুক্ত অনেকেই ক্যাম্পাসে ঘুরছেন, হলে থাকছেন, পরীক্ষাও দিচ্ছেন।

গত শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে সিন্ডিকেট ৫৪৮তম (জরুরি) সভায় ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান সিন্ডিকেট সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আবুল মনছুর। তবে এখনো কোনো মামলা হয়নি।

এই শিক্ষকের শাস্তির দাবিতে গত ১০ দিন ধরে আন্দোলন করে আসছিলেন রসায়ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তার জেরেই দ্রুত সময়ের মধ্যে তদন্তসম্পন্ন করে প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শাস্তি হয়েছে শিক্ষকের। চবির এক সহকারী অধ্যাপক আমাদের সময়কে বলেন, নারী নিপীড়নের ঘটনায় দ্রুত সময়ে সমাধান দেওয়ার কারণ হলো এই শিক্ষকের সমর্থনে ক্ষমতাসীন দল বা ছাত্রলীগ নেই। ছাত্রলীগ জড়িত হলে বিচারিক প্রক্রিয়ায় ধীরগতি আসত; ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হতো। পূর্বে নানা ঘটনায় আমরা এমন দেখেছি।

চবি যৌন নিপীড়ন নিরোধ সেলের সাবেক সদস্য ও আইন অনুষদের সাবেক ডিন ড. এবিএম আবু নোমান বলেন, আমরা দায়িত্ব পালনকালে ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মোট চারটি অভিযোগ পেয়েছিলাম। এর তিনটি ছাত্রদের বিরুদ্ধে, একটি ছিল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আমরা প্রতিটি প্রতিবেদনই প্রশাসনকে জমা দিয়েছিলাম। তবে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে সে খবর আমি রাখিনি।

২০২২ সাল থেকে এখন অবধি দায়িত্ব পালন করা এ সেলের অন্যতম সদস্য জরিন আখতার বলেন, এই সময়ে দুটি অভিযোগ এসেছে। একটি শিক্ষকের বিরুদ্ধে, অন্যটি ছাত্রদের রিরুদ্ধে। এর মধ্যে শিক্ষক শাস্তি পেলেন।

জানা যায়, ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ও ২০২২ সালের ১৫ জুলাই ছাত্রলীগের কর্মীদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠে। ওই সব ঘটনায় ক্যাম্পাসে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী মিছিল-সমাবেশ করেন। এতে চবি ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি রেজাউল হক রুবেলকে কেন্দ্র থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। অভিযুক্তরা দ্রুতই র‍্যাবের হাতে ধরা পড়েন। ২০২২ সালের ১৫ জুলাইয়ের ঘটনায় চবি কর্তৃপক্ষ চার শিক্ষার্থী ও তিনজন স্থায়ী বাসিন্দা যুবককে ক্যাম্পাসে চিরতরে নিষিদ্ধ করে। তবে গত বছরের জানুয়ারি থেকেই নিয়মিত ক্যাম্পাসে থাকছেন তারা। অভিযুক্ত ছাত্রলীগকর্মীরা থাকেন আবাসিক হলে। আবার অভিযুক্ত অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন পরীক্ষায়ও। বহিষ্কারাদেশ মাথায় নিয়ে এখনো তারা ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন।

২০২২ সালের ঘটনায় বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী হলেন ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আজিম এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নুরুল আবছার বাবু। তাদের দুজনের বাবা ক্যাম্পাসের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। সেই সূত্রে ক্যাম্পাসে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও তাদের আছে অবাধ বিচরণ।

গত বছরের ১৮ এপ্রিল বহিরাগত ও অছাত্রদের ক্যাম্পাস ছাড়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। সে বছরের ১৫ মের মধ্যে তাদের ক্যাম্পাস ছাড়ার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। পরে নানা সময় বহিষ্কৃতদের অবাধ বিচরণ নিয়ে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর রাতে দুই ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ছাত্রলীগের চার কর্মীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনার ১০ মাস পর গত ২৫ জুলাই ওই চার কর্মীকে ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে তাদের মধ্যে নিয়মিত হলে থাকছেন রাকিব হাসান ও ইমন আহমেদ। অংশগ্রহণ করেছেন পরীক্ষায়। এ নিয়ে দৈনিক আমাদের সময়ে সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসন তাদের বিভাগে চিঠি পাঠায়।

চবির প্রক্টর ড. নুরুল আজিম সিকসার আমাদের সময়কে বলেন, পূর্বের অভিযুক্তদের বেশির ভাগই জামিন নিয়ে ঘুরছে। আমরা স্বায়ত্তশাসিত, তবে সংবিধানের উর্ধ্বে নই। তার পরও আমরা ব্যবস্থা নেব।